দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 29 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুঃসহ গরমে স্কুল সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে

দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি এবং দিনে প্রলম্বিত ও প্রখর সৌরতাপের কারণে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ক্রমে বেড়ে চলেছে। গত কয়েক দিনে দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড অতিক্রম করে চলেছে। গত রোববার যশোর অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪২.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস, যা ছিল গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড। সোমবার সেই রেকর্ড ভেঙ্গে ৪২.৮ ডিগ্রীতে উঠে যায় যা গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ রেকর্ড। অসহ্য গরমে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মানুষ হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে। গতকালের পত্রিকায় হিটস্ট্রোকে সাতজন মারা যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। একদিকে প্রচণ্ড দাবদাহ, অন্যদিকে ঢাকাসহ সারা দেশে লোডশেডিং, পানির সংকট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। বিশেষত শিশু ও বৃদ্ধরা গরমজনিত অসুস্থতা, হিটস্ট্রোক ও ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে ডায়রিয়াজনিত অসুস্থ রোগীর চাপ সামলানো যাচ্ছে না। প্রকৃতির বিরূপ আচরণ প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা আমাদের হাতে না থাকলেও এহেন বাস্তবতায় জনস্বাস্থ্যের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। প্রচণ্ড গরমে পানি শূন্যতাজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট নিরসনে জরুরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। এই সময়ে উত্তর আমেরিকা ও মেক্সিকোতে সোয়াইন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শতাধিক লোকের প্রাণহানির খবরে সারা বিশ্বেই এক ধরনের আতঙ্ক ও বাড়তি সতর্কতা দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদেরও পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সারাবিশ্বেই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্রীনহাউজ ইফেক্টের কারণে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেরু অঞ্চলের আইসক্যাপগুলো গলে যাওয়ার ফলে বিশ্বের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কয়েক ফুট বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রপোকূলবর্তী এলাকা সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ সব আশঙ্কাকে সামনে রেখে তা মোকাবেলার প্রস্তুতিও চলছে সমানতালে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনা এবং শত শত বিলিয়ন ডলারের বাজেটও প্রস্তাব করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয়ভাবে আমাদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশের উপর চলমান তাপপ্রবাহ বৈশ্বিক উষ্ণায়নেরই ফল। আর এর প্রথম শিকার হচ্ছে আমাদের শিশু ও সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। অব্যাহত দাবদাহে হাজার হাজার শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিশেষত স্কুল পড়ুয়া শিশু- কিশোরদের মধ্যে তাপজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। প্রচণ্ড গরমে নানাবিধ ভাইরাস বিস্তার লাভ করছে। স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে, স্কুলগামী শিশুরা গরমে অতিষ্ঠ ও দুর্বল হয়ে পড়ছে, পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না। শিশুদের আনা-নেয়া করতে গিয়ে অভিভাবকদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এহেন বাস্তবতায় রাজধানীসহ দেশের স্কুলগুলো সাময়িক বন্ধ রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। এ ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের ছুটিকে এগিয়ে এনে তা এখন থেকেই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

গ্রীষ্মের দাবদাহ আমাদের জন্য একটি সাংবাৎসরিক বাস্তবতা হলেও এবার এই দাবদাহ একদিকে যেমন অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে চলেছে, অন্যদিকে অস্বাভাবিক লোডশেডিং, বিশুদ্ধ পানির সংকট, গ্যাসের চাপ কমে যাওয়া এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার মত সমস্যাগুলো যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি গরম ও বাতাসের আর্দ্রতার কারণে সৃষ্ট ভাইরাস জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় দেশের হাসপাতালগুলো এসব রোগীতে ভরে গেছে। সেখানে লোডশেডিং সমস্যার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ওষুধের অভাব এবং স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাবার স্যালাইনের মত অতি প্রয়োজনীয় ও সাধারণ ওষুধেরও দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষত বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে বর্তমান পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গরম ও বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের না থাকলেও অস্বাভাবিক গরমের কারণে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা কমিয়ে আনতে বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ বৃদ্ধির ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে শিশুদের হিটস্ট্রোক ও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে স্কুলগুলো সাময়িক বন্ধ রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।